সাইমন মোহসিন

মাইকেল শুমাখার! এই নামের সঙ্গে পরিচয় নেই– এমন মানুষ কমই আছে পৃথিবীতে। পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে যেখানে ফর্মুলা ওয়ান বা কাররেসিং জাতীয় খেলার প্রতি মানুষের কোনো মোহ বা আগ্রহ নেই। এমনকি কাররেসিংয়ে কোনো রকম অংশগ্রহণের সুযোগ পর্যন্ত নেই। যেসব বিষয়ে মানুষের আগ্রহ থাকে না, সে সম্বন্ধে মানুষ কোনো রকম খোঁজ-খবরও রাখে না। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাইকেল শুমাখার এমনই এক ব্যক্তিত্ব যিনি এই প্রচলিত ধারার আমূল পরিবর্তন করেছেন। যেসব দেশে ফর্মুলা ওয়ানের এক সময় নামগন্ধও ছিলো না, সেসব দেশেও এখন ফর্মুলা ওয়ানের খবরাখবর হট টপিকে পরিণত হয়েছে। আর সেই খবর যদি শুমাখারকে নিয়ে হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

আর এ রকম হবেই বা না কেন? শুমাখারের মতো রেকর্ডধারী ব্যক্তিত্ব বিশ্বের যেকোনো ক্ষেত্রে পাওয়া বিরল। মাইকেল শুমাখার ফর্মুলা ওয়ানকে প্রাণ দিয়ে ভালো না বাসলে হয়তো অনেক আগেই হাত সরিয়ে নিতেন স্টিয়ারিং থেকে। প্রথম ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই দেখা যায়, একদল লোক তার দোষ ধরতে সবসময় এক পায়ে খাড়া। একবার রেসের সময় টিপটিপ বৃষ্টি হলে বলা হলো, ‘বৃষ্টির রাজা’। বৃষ্টি না হলে নাকি শুমাখার একেবারেই সাধারণ একজন ড্রাইভার। যখন খররোদেও রেস জিতে রেকর্ড বুকের চেহারা বদলে দিতে লাগলেন, দেখা গেল আলোচনার ধরনটাও বদলাচ্ছে। তখন রোল উঠলো, শুমাখার রেস জেতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের জীবনকে ঝুঁকির মুখেও ঠেলে দিতে পারেন। ১৯৭৭ সালে এই অভিযোগ অবশ্য কিছুটা ভিত্তিও পেয়েছিলো বটে। সে সময় এক প্রতিদ্বন্দ্বীর গাড়িতে গাড়ি ঠুকে দেয়ার জন্য তাকে জরিমানা করা হয়। পরের বছর অবশ্য শুমাখার একই অভিযোগ কোল্টহার্ডের বিরুদ্ধে তুলেছিলেন। কোল্টহার্ডের কীর্তিটাই এমন ছিলো যে, অভিযোগ না করে কোনো উপায় ছিলো না-- কোল্টহার্ড এমনভাবে ফেরারির পেছনে ধাক্কা মেরেছিলেন যে ওটাকে শুমাখারকে হত্যা করার চেষ্টা বললেও তেমন বড় কোনো ভুল হবে না। এমনকি খোদ শুমাখারও এমনই মন্তব্য করেছিলেন। তবে সমালোচকরা তার এ মন্তব্যেও দোষ খুঁজেছেন। তাদের মতে, ‘ফর্মুলা ওয়ানে ঝুঁকি ছিলো এবং থাকবে। সামান্যতেই হত্যাচেষ্টার অভিযোগ তোলা কাপুরুষতা।’

‘জার্মান প্রতিজ্ঞা’ বলে একটা কথা আছে। যার শানেজুল হলো, একজন জার্মান যদি লক্ষ্য স্থির করে এগুতে শুরু করে, তাহলে মৃত্যুকেও নাকি পরোয়া করে না।

‘কাপুরুষ’ অপবাদ শুনে শুমাখার মৃত্যুভয় বা সমালোচনাকে আর আমল দেননি। ফর্মুলা ওয়ানে শুরু হয় তার একাধিপত্য। ২০০০ থেকে ২০০৫ টানা পাঁচ বছর ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে রেকর্ড বুকটা প্রায় নিজের করে ফেলেছেন তিনি। এ সময়ে ফর্মুলা ওয়ানে নিয়ম কানুনও বদলানো হয়েছে অনেক। অনেকের মতে, এটা ছিলো শুমাখারকে থামিয়ে ফর্মুলা ওয়ানের জনপ্রিয়তা রক্ষার পদক্ষেপ। কিন্তু কাজ হয়নি।

সমালোচকদের কথামতে, শুমাখারের দোষ তিনি ফর্মুলা ওয়ানকে নিজের রাজত্ব বানিয়ে ফেলেছিলেন। কোনো রেসেই অন্য কারো জেতার আশা নেই। বলা শুরু হলো, শুমাখার বিরক্তিকর একাধিপত্য বিস্তার করে ফর্মুলা ওয়ানের বারোটা বাজাচ্ছেন। এতে নাকি জনপ্রিয়তা কমছে ফর্মুলা ওয়ানের। সবাই নাকি শুমাখারের জয় দেখতে দেখতে ক্লান্ত। তাই সমর্থকরা নাকি ফর্মুলা ওয়ান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

অবশ্য গত দুই বছর তেমন ভালো যায়নি তার। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছে। সমালোচকদের মুখটা বন্ধ হয়েছে।

শুমাখারের বিপক্ষে সমালোচনার জোয়ারের কথা শুনলে সেই ব্রাহ্মণের গল্পের কথা মনে পড়ে। পেট পুরে খেলেও কখনো রান্নার প্রশংসা করতেন না। কিন্তু দেশের সেরা রাঁধুনীর রান্না খেয়ে বিশাল এক তৃপ্তির ঢেকুর তুলে ব্রাহ্মণ বললেন, ভালো, খুব ভালো। তবে এতো ভালোও ভালো না।’

দুই বছর আগেও গোটা পৃথিবী যেন সেই কথাই বলছিলো শুমাখারকে। কিন্তু এখন তার অবসান হয়েছে। অবসর নিয়েছেন এই স্পিড মার্চেন্ট। রেকর্ড বুক সম্পূর্ণরূপে নিজের নামে করার আগেই অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে নিজের নাম অবসর গ্রহণকারী গ্রেটদের তালিকাভুক্ত করেছেন।

গ্রেটেস্ট গ্রেটদের অন্যতম এই মানুষটির ভালোবাসা ছিলো কাররেসিং। এই ফর্মুলা ওয়ান সবই দিয়েছে তাকে। তবে পেশাদার ড্রাইভার হবার পর থেকে তার একটাই ‘আফসোস’, পরিবারকে বেশি সময় দিতে পারেননি। নিরি-বিলিতে নিরুপদ্রব জীবন যাপনের আশায় বাড়ি করেছেন সুইজারল্যান্ডের এক অজপাড়াগাঁয়ে। গাঁয়ের অন্য শিশুদের জন্য তৈরি করেছেন ছবির মতো সুন্দর একটি পার্ক। সেই পার্কে ঘুরে বেড়ানো, অবোনের হয়ে ফুটবল খেলা, নিজ সন্তানদের নিয়ে খামারবাড়িতে খরগোশ, ঘুঘুদের সঙ্গে খেলা করা– এই জীবনটা এখন অনেক বেশি টানে তাকে। এই নিরিবিলি, শান্তিময় জীবনটা তাকে খুব বেশি আকর্ষণ করে এখন।

প্রোফাইল

ডাক নাম : শুয়ি, শুমি, রেড ব্যারন
জন্ম : ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৯ হার্থ হার্মুলহেম, জার্মানি,
উচ্চতা : ৫ ফুট সাড়ে ৮ ইঞ্চি
বাসস্থান : ফাফলেন্স লে-শাতু, সুইজারল্যান্ড
মা : এলিজাবেথ শুমাখার
বাবা : রলফ শুমাখার।
স্ত্রী : কোরিনা বেট্‌শ।
সন্তান : মেয়ে-জিনা মারিয়া, ছেলে- মিক
গাড়ি : ফিয়াট ৫০০, বুগাত্তি ইবি-১১০, ল্যান্সিয়া যেটা, ফেরারি ৫৫০, মারানেল্লা।
শখ : মুভি দেখা, স্কিয়িং, টেনিস খেলা, মোটর বাইক চালানো, ঘড়ি সংগ্রহ করা, সাঁতার কাটা।
কুসংস্কার : রেসে গাড়ি বাঁ দিক থেকে ঢোকানো।
দল : জর্ডান (১৯৯১), বেনেট্রন (১৯৯১-৯৫) ফেরারি (১৯৯৫-এখন)
প্রথম গ্রঁ প্রি : বেলজিয়াম গ্রঁ প্রি ১৯৯১
দ্বিতীয় গ্রঁ প্রি : বেলজিয়াম গ্রঁ প্রি ১৯৯২
অন্য খেলা : মাউন্টেন বাইকিং, ফুটবল।
রেকর্ড : -সবচেয়ে বেশি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন-শিপ জেতা ৭ বার (১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ২০০০-২০০৫ পর্যন্ত টানা ৫ বার)
- সবচেয়ে বেশি (ড্রইভার) রেস জয়– ৮৯টি
- এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি (ড্রাইভার) রেস জয়– ১৩টি
- সবচেয়ে বেশি পোডিয়াম ফিনিশ– ১৫১টি
- সবচেয়ে বেশিবার দ্রুততম ল্যাপ– ৭৬ বার
- সর্বাধিক পোল পজিশন– ৬৮ বার
- টানা সবচেয়ে বেশিবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন-শিপ– জেতা-৫ বার
- টানা সবচেয়ে বেশি রেস জয়– ৭ বার।
- সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়নশিপ পয়েন্ট– ১৩৩৮